গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা,ঢাকা
[কাস্টমস]

আর্কাইভ
আয়কর/প্রশাসন / কাস্টমস / ভ্যাট / বিবিধ

স্থায়ী আদেশ নং-০৪/২০১৯/কাস্টমস

তারিখ:১০/০১/২০১৯খ্রিঃ

বিষয়: অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি পদ্ধতি।

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য অখালাসকৃত বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত এবং রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ইতোপূর্বের সকল আদেশ বাতিলপূর্বক Customs Act, 1969 এর Section 219 (B) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো।

২। সংজ্ঞা: এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

ক) 'কমিশনার' অর্থ, 'Customs Act, 1969' এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২০ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

খ) 'কাস্টমস কর্মকর্তা' অর্থ Customs Act, 1969 এর Section 3 এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

গ) 'গুদাম কর্মকর্তা' অর্থ কমিশনার কর্তৃক কাস্টম গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা;

ঘ) 'পচনশীল পণ্য' অর্থ সকল প্রকার জীবন্ত পশু, পাখি, মাছ, মাছের পোনা, মালাস্কাস, ইস্ট; সকল প্রকার তাজা ফুল, ফল, উদ্ভিদ, খেজুর, তামাক (প্রক্রিয়াজাত নহে); তৈলবীজ, আলু বীজসহ সকল ধরণের বীজ, খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত); ডাল, চিনি, লবণ, বীট লবণ, টেস্টিং সল্ট, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত নয়), প্রক্রিয়াজাত মাংস, হাঁস-মুরগী ও পাখির ডিম, চকলেট, বিস্কুট, চানাচুর, আচার, শুটকি, ফ্রোজেন ও নোনা মাছ, চা-পাতা, কফি, সুপারি, নারিকেল, ঘি, বাটার অয়েল, ফুচকা, চিপস, সেমাই, গুড়, সকল ধরনের বাদাম, নুডলস, সার, কাঁচা চামড়া, পান, মাশরূম, কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা ও হলুদ, কাঁচা শাকসবজি, তেঁতুল, তালমিসরী, সয়াবেড়ি ডি, কিসমিস, মেয়াদ উল্লেখ রয়েছে এমন সকল ধরনের খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধন সামগ্রী, ঔষধ, ঔষধের কাঁচামাল, কেমিক্যাল এবং সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্য;

ঙ) 'ধ্বংস' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ধ্বংস;

চ) 'নিলাম' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত গোপনীয়, প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক এবং ই-নিলাম (E-Auction) পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

ছ) 'নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ এসিস্ট্যান্ট কমিশনার/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস (নিলাম) বা কমিশনার কর্তৃক নিলাম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;

জ) 'নিলামকারী (Auctioneer)' অর্থ নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নিলাম পরিচালনার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

ঝ) 'নিষ্পত্তি' অর্থ এই আদেশে বর্ণিত নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ উপায়ে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা অন্য কোন উপায়ে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

ঞ) 'নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য' অর্থ Customs Act, 1969 এর Section 15 ও Section 16 এবং সেই সঙ্গে পঠিতব্য Import and Export (Control) Act, 1950 এর Section 3(1), Foreign Exchange (Regulation) Act, 1947 এর Section 8 এর Sub-Section (1), (2) এবং Special Power Act, 1974 এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের কারণে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য যা কাস্টমস গুদামে জমা প্রদান করা হয়েছে। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য, যা Customs Act, 1969 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময় এবং উক্ত সময়ের পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত সময়েও খালাস না নেয়ার কারণে নিলামযোগ্য বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এমন পণ্যও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

ট) 'বন্দর কর্তৃপক্ষ' অর্থ আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র বন্দর, নৌবন্দর, স্থল বন্দর এবং একই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ কোন বন্দর কর্তৃপক্ষ।

৩। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ চোরাচালান নিরোধ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা কর্তৃক চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্য অফিস চলাকালীন কাস্টমস গুদামে জমা গ্রহণ করা যাবে। তবে পচনশীল পণ্য অফিস সময়ের পরও গ্রহণ করা যাবে।

(খ) উল্লিখিত সংস্থা কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য জমা প্রদানের সময় ৩ (তিন) প্রস্থ আটক প্রতিবেদন গুদাম কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা পণ্যের বাস্তব অবস্থা/বর্ণনা (মডেল, ব্র্যান্ড, আর্ট/পার্ট নম্বরসহ) পরিমাণ, মেয়াদ আনুমানিক মূল্য ইত্যাদি গুদাম রেজিস্টারে (জি আর) লিপিবদ্ধ করে জি আর নাম্বার ও তারিখ আটক প্রতিবেদনে উল্লেখ করবেন এবং স্বাক্ষর ও নামীয় সিল প্রদান করবেন। উক্তভাবে স্বাক্ষরিত আটক প্রতিবেদনের প্রথম কপি পণ্য জমাদানকারী কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবেন, দ্বিতীয় কপি সংশ্লিষ্ট ন্যায়-নির্ণয়নকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করবেন এবং তৃতীয় কপি নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

(গ) আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য কাস্টমস গুদামে অথবা কাস্টমস বন্ডেড নিলাম গুদামে স্থানান্তর করতে হবে।

৪। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) মূল্যবান ধাতু (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি) এবং বৈদেশিক মুদ্রা কাস্টমস গুদামে গৃহীত হওয়ার ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে নিকটতম বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা ট্রেজারি ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। উক্তরূপে জমা প্রদান সম্ভব না হলে যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে আইন ও বিধিগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় শাখা বা প্রধান শাখায় জমা প্রদান করতে হবে। তার পূর্বে এ জাতীয় পণ্য যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মূল্যবান গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) অন্যান্য নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তির ধরণ (নিলাম, ধ্বংস বা অন্যবিধ) অনুসারে গুদামে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে সনাক্তকরণ বা পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হয়।

৫। আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা দাবীদারকে নোটিশ প্রদান:

আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য Customs Act, 1969 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে খালাস নেয়া বা রপ্তানি করা না হলে উক্ত পণ্য রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পণ্য খালাস নেয়ার বা রপ্তানি করার জন্য অথবা চোরাচালানের অভিযোগে আটক ও জমাকৃত পণ্যের দাবীদার থাকলে উক্ত দাবীদারকে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদানের জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করে নোটিশ জারি করতে হবে। আন- মেনিফেস্টেড পণ্যচালানের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট বা বাহক বরাবরে এবং পণ্যের মালিকের ঠিকানা জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টাঙাতে হবে। আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত নোটিশ সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং লিয়েন ব্যাংককেও প্রদান করতে হবে।

৬। নিলাম কমিটি:

এডিশনাল কমিশনার বা জয়েন্ট কমিশনারকে আহ্বায়ক করে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার একটি নিলাম কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে নিলাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে এসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার অব কাস্টমস্ (নিলাম) উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হবেন।

৭। নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য নিষ্পত্তি পদ্ধতি:

(ক) নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি:

(১) নিলামের যোগ্যতা:

(i) উপ-অনুচ্ছেদ (খ) ও (গ) তে বর্ণিত 'নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি' এবং ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলামে বিক্রি করা যাবে। তবে বৈদেশিক মিশন বা কূটনীতিক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য নিলামের পূর্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(ii) আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের কাঁচামালসহ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iii) অবাধে আমদানিযোগ্য শাড়ী প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারে গ্রহণযোগ্য না হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(iv) আখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবি গ্রহণ না করলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(v) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতা তাঁত বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তা নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(vi) নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য আদালতে বিচারাধীন থাকলে Customs Act, 1969 এর Section 156 এর Sub-Section (3) ও Sub-Section (4) এর বিধান অনুযায়ী নিলামে বিক্রি করা যাবে।

(২) নিলাম পদ্ধতিঃ

(অ) **পচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রেঃ** নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্য পচনশীল পণ্য হলে তা দ্রুত নিলামের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য নিলামের আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে পণ্য গ্রহণের পরপরই প্রকাশ্য নিলামের সময় নির্ধারণ করে কমপক্ষে ২ (দুই) কিলোমিটার পর্যন্ত চতুর্দিকে পর্যাপ্ত মাইকিং করতে হবে। প্রকাশ্য নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের নামের তালিকা করে প্রত্যেকের নিকট থেকে নিলামযোগ্য পণ্যের আনুমানিক মূল্যের কমপক্ষে ১০% মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ নগদে/পে-অর্ডার বা অন্য কোন মাধ্যমে নিলামকারী (Auctioneer) এর নিকট জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে যা নিলাম কার্যক্রম শেষে ফেরত বা সমন্বয়যোগ্য। প্রকাশ্য নিলামে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূল্যে সংশ্লিষ্ট নিলামের পণ্য বিক্রি করতে হবে।

(আ) **অপচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রেঃ** অপচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করে গোপনীয় (E- Auction সহ) নিলাম পদ্ধতিতে নিলাম সম্পন্ন করতে হবে-

(i) **নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুতকরণঃ** আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যচালান Customs Act, 1969 দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খালাস নেয়া বা রপ্তানি সম্পন্ন না হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও তালিকা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। পাশাপাশি The Customs Act, 1969 দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২১/৩০ দিন যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য) অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ASYCUDA WORLD System এ সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি এবং আইজিএম Automatic Red Flagged হয়ে যাবে। এভাবে ASYCUDA WORLD এ সংযোজনী আনতে হবে এবং পরবর্তীতে সিস্টেম থেকে Red Flagged তালিকা Generate করে নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অখালাসকৃত পণ্য চালানের তালিকা পাওয়ার পর তালিকায় উল্লিখিত পণ্যচালান খালাস নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে নোটিশ প্রদান করবেন। উক্ত নোটিশ প্রদান করার পরও নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্যচালান খালাস না নিলে ঐ সমস্ত পণ্য নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যচালানের কোন দাবীদার না থাকলে বা দাবীর বিষয়টি প্রমাণিত না হলে তাও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যচালান নিলামের উদ্দেশ্যে লটভুক্ত করে প্রতিটি লটের বিপরীতে একটি নাম্বার প্রদান করতে হবে। প্রতি মাসে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তত ১(এক) টি নিলাম পরিচালনার লক্ষ্যে নিলামযোগ্য পণ্যের তালিকা ও লট প্রস্তুত করতে হবে। ইতোপূর্বে ৩ (তিন) টি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন একাধিক লটের পণ্যচালান একত্রে করে অথবা পূর্বে উক্তরূপে বিক্রি হয়নি এমন লটকে বর্তমান লটের সাথে একত্রে করে একটি মেগালট তৈরি করা যাবে।

(ii) **লটভুক্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ বা ইনভেন্ট্রিঃ** লটভুক্ত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এর গুনগত মান, পরিমাণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য নিলাম শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসার নিলাম শাখার এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার এবং ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য শাখার এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসারদের সমন্বয়ে একাধিক ইনভেন্ট্রি টীম গঠন করবেন। উক্ত টীম কোন্ সময়ে পণ্যচালান পরীক্ষণ করবেন তা পরীক্ষণের পূর্বেই, প্রয়োজনে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, বন্দর কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ উক্ত সময়ে পণ্য পরীক্ষণের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উক্ত টীম বন্দরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতিটি লটের পণ্য কায়িক পরীক্ষা করবেন এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে পূর্বের জেটি পরিক্ষণ কর্তৃক প্রদত্ত কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সমন্বয় করবেন এবং ইনভেন্ট্রি টীমের সদস্য ও বন্দরের প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) এর নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করবেন। কোন পরীক্ষণ প্রতিবেদন সন্দেহজনক হলে রেভিনিউ অফিসার (নিলাম), নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে পুনরায় পণ্যচালান পরীক্ষণ করতে পারবেন। চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত পণ্যের ক্ষেত্রে গুদামে জমাদানের সময় প্রস্তুতকৃত জি.আর ইনভেন্ট্রি হিসেবে গন্য হবে। এ জাতীয় পণ্য যেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণে গ্রহণ করা হবে সেরূপ বর্ণনা ও পরিমাণ উল্লেখ পূর্বক লটভুক্ত হবে। তবে পণ্য গ্রহণের পর কোন কারণে পণ্যের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে মর্মে গুদাম কর্মকর্তা লিখিতভাবে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে উক্ত পণ্যচালান ইনভেন্ট্রি করা যাবে। ইনভেন্ট্রিতে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নিরূপন করতে হবে।

(iii) **ক্যাটালগ তৈরিঃ** নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ইনভেন্ট্রিকৃত লটের পণ্য নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে কমিশনারের অনুমোদনক্রমে নিলামের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উক্ত তারিখের পর্যাপ্ত সময় পূর্বে লটগুলোকে নিলাম ক্যাটালগভুক্ত করার জন্য লটের তালিকা নিলামকারীকে সরবরাহ করতে হবে। নিলামকারী

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ভুল ক্যাটালগ তৈরি করবেন। ক্যাটালগ তৈরির সময় কোন লটের পণ্যের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা আমদানি নীতি আদেশের কোন শর্ত পরিপালনের বিধান থাকলে তা ক্যাটালগে সংশ্লিষ্ট লটের বিপরীতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত E-Auction Software ব্যবহার করতে হবে। অনলাইন নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিলামযোগ্য পণ্যের ছবি (সম্ভাব্য ক্ষেত্রে) E-Auction Software এ Upload করতে হবে।

(iv) **দরদাতার যোগ্যতা:** অবশ্যই দরদাতা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূসক নিবন্ধন, হালনাগাদ টি আই এন সনদপত্র থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি শ্রেনীর দরদাতার ক্ষেত্রে হালনাগাদ টি আই এন সনদপত্র থাকতে হবে।

(v) **সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ:** আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য বা চোরাচালানের অভিযোগে আটককৃত যে কোন পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের জন্য কমিশনার তাঁর দপ্তরে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করবেন। নিলাম কমিটির আহ্বায়ক উক্ত কমিটিরও আহ্বায়ক হবেন এবং নিলাম কমিটির একাধিক সদস্য ও শুল্কায়ন গ্রুপের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেভিনিউ অফিসারগণ এর সদস্য হবেন। আমদানিকৃত পণ্যচালানের সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে পণ্যের শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণের সময় অবশ্যই পণ্যের গুণগত মান বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবচয় সুবিধা প্রদান করতে হবে। তবে শুল্ক-কর হিসাবায়নের সময় এস.আর.ও. এর আওতায় রেয়াতি হার বিবেচনাযোগ্য হবে না। মেগালট সৃষ্টির সময় পূর্ববর্তী তিনটি নিলামে বিক্রি হয়নি এমন পণ্যের সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে "সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ কমিটি" এর একাধিক সদস্য কর্তৃক পণ্যগুলো সরেজমিন দেখে এর গুণগত মান বিবেচনায় যথাযথ পরিমাণ অবচয় প্রদান করতে হবে।

(vi) **নিলাম অনুষ্ঠানের প্রচার:** নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নির্দেশক্রমে নিলামকারী নিলাম অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০৭(সাত) কার্যদিবস পূর্বে ২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিকে এবং ১(এক) টি স্থানীয় দৈনিকে নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া কাস্টমস স্টেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটেও (যদি থাকে) বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখ, ক্যাটালগ প্রদানের তারিখ ও ক্যাটালগের মূল্য, পণ্য পরিদর্শনের তারিখ ও সময়, জামানতের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকতে হবে। তবে পণ্য পরিদর্শনের তারিখ নিলাম অনুষ্ঠানের তারিখের কমপক্ষে ২ (দুই) কার্যদিবস আগে হতে হবে। যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর উক্ত বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর নিকট নিলামকারী উপস্থাপন করবেন।

(vii) **নিলামযোগ্য পণ্যের জামানতের পরিমান:** দরপত্রে দরপত্রদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের অনূন্য ১০% (দশ শতাংশ) দরপত্রের জামানত হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

(viii) **নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা:** বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে নিলামকারী নিলাম শাখার এসিস্ট্যান্ট রেভিনিউ অফিসার ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির সহায়তায় আগ্রহী ক্রেতাদের লটভুক্ত পণ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(ix) **নিলাম অনুষ্ঠান:** নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ওয়েবসাইট (www.bangladeshcustoms.gov.bd) এ উল্লেখিত E-Auction Software ব্যবহারপূর্বক অনলাইনে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যাতিত নিলামে অংশগ্রহণকারীদের জামানতসহ দরপত্র দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস ছাড়াও নিকটস্থ একাধিক সরকারি অফিসে নিলাম বাক্স স্থাপন করতে হবে। অনলাইনে নিলাম অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাক্স স্থাপনের আবশ্যকতা নেই। নিলাম অনুষ্ঠানের দিনে নিলামের নির্ধারিত সময় শেষ হলে নিলামকারী নিজ দায়িত্বে সবগুলো নিলাম বাক্স সীলগালা করে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এর অফিস কক্ষে আনবেন। অতঃপর নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবং উপস্থিত নিলামে অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রতিটি বাক্স খুলতে হবে। প্রতিটি লটের বিপরীতে প্রাপ্ত দরমূল্য সাজিয়ে একটি শীট তৈরি করতে হবে। উক্ত শীটে উপস্থিত সকল নিলাম অংশগ্রহণকারী, রেভিনিউ অফিসার (নিলাম) এবং নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করবেন। অনলাইনে নিলাম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাপ্ত দরমূল্য শীটে নিলাম পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও উপস্থিত নিলামে অংশগ্রহনকারীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(x) **নিলাম কমিটির সুপারিশ:** নিলাম কমিটি সংরক্ষিত মূল্য ও প্রাপ্ত দরমূল্য যাচাই করে নিলাম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান বিষয়ে কমিশনারের নিকট সুপারিশ করবেন। প্রথম নিলামে কোন লটের বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্যের কমপক্ষে ৬০% (ষাট শতাংশ) দরপত্র মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% (ষাট শতাংশ) দরপত্র মূল্য পাওয়া না গেলে ৬০% এর নিচে উদ্বৃত সর্বোচ্চ দরদাতাকে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে কমপক্ষে ৬০% মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কার্যদিবসের সময়সীমা প্রদানপূর্বক নিলাম কমিটির আহ্বায়ক অফার প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) মূল্যের অফার পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। প্রথম নিলামে ৬০% (ষাট শতাংশ) দরপত্র মূল্য না পাওয়া গেলে তা দ্বিতীয় নিলামে তুলতে হবে। দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি মূল্য পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে। এক্ষেত্রেও দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা কম দর পাওয়া গেলে প্রথম নিলামের ন্যায় অফার প্রদান করে দ্বিতীয় নিলামে প্রথম নিলাম অপেক্ষা বেশি দর পাওয়া গেলে উক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির সুপারিশ করা যাবে। উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় নিলামে পণ্য বিক্রি না হলে তা তৃতীয় নিলামে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় নিলামে যে মূল্য পাওয়া যাবে সেই মূল্যেই সংশ্লিষ্ট লটের পণ্য বিক্রয়ের সুপারিশ করা যাবে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটির বিবেচনায় যথাযথ বিবেচিত হলে মেগালট সৃষ্টির মাধ্যমে পরবর্তী নিলামে তোলার জন্য নিলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা যাবে। কমিশনার নিলাম কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করতে অথবা আইনানুগ অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য খালাসের পূর্বে কোন রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালন প্রয়োজন হলে সে সমস্ত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে পণ্য খালাসযোগ্য হবে মর্মে সুপারিশে উল্লেখ করতে হবে।

(xi) **বিক্রয় অনুমোদন:** নিলাম কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় কমিশনার নিলাম অনুমোদন করবেন অথবা আইনানুগ ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। নিলাম অনুষ্ঠানের ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিক্রয় অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। তবে যৌক্তিক কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে নিলাম অনুমোদন সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখপূর্বক কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরও ০৫(পাঁচ) কার্যদিবস বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(xii) **অনুমোদিত লট অবহিতকরণ:** কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত লটসমূহের তালিকা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে টাঙাতে হবে। একই সাথে উক্ত তালিকা কাস্টম হাউস/ কমিশনারেটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। অনলাইনে নিলামের ক্ষেত্রে ই-মেইলের মাধ্যমে নিলাম বিজয়ীকে জানাতে হবে।

(xiii) **নিলাম স্থগিতকরণ:** প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য কোন কারণে পণ্য পরিদর্শন সম্ভব না হলে কিংবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা উচ্চ আদালতের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকলে নিলাম স্থগিত করা যাবে। নিলামের ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক তার পণ্য খালাসের আবেদন করলে কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ন্যায়-নির্ণয়ন সাপেক্ষে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খালাসের অনুমতি প্রদান করবেন। উক্ত সময় অতিবাহিত হলে আমদানিকারক কর্তৃক খালাসের অনুমোদন কার্যকর থাকবে না। তবে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের উপর আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের আইনানুগ কোন অধিকার থাকে না বিধায় ক্যাটালগভুক্ত হওয়ার পর এমন আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না।

(xiv) **অনুমোদিত লটের পণ্য হস্তান্তর:** অনুমোদিত লটসমূহের বিক্রয় অনুমোদন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নোটিশ বোর্ডে অথবা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হতে ১২ (বার) কার্যদিবসের মধ্যে নিলাম বিজয়ীকে মূল্য পরিশোধপূর্বক (প্রযোজ্য হারে অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম মূসকসহ) সংশ্লিষ্ট পণ্য খালাস গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সময়ের জন্য বিক্রিত পণ্যের কোন গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে না। তবে কোন যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে পণ্য খালাস গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে নিলাম ক্রেতার আবেদনের (বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ) পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনার অতিরিক্ত ০৭ (সাত) দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন। তবে রাসায়নিক পরীক্ষণ বা অন্য কোন শর্ত পরিপালনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হলে নিলামক্রেতার আবেদন (যুক্তি উল্লেখসহ) বিবেচনায় কমিশনার অতিরিক্ত ২২ (বাইশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করতে পারবেন। উক্ত বর্ধিত সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে গুদাম ভাড়া আদায়যোগ্য হবে। কমিশনার কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যেও নিলামক্রেতা পণ্য গ্রহণ না করলে বিক্রয় অনুমোদন বাতিল করে উক্ত লটের পণ্য পুনরায় নিলামে তুলতে হবে এবং নিলামক্রেতার জামানত রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(xv) **চার্জ পরিশোধ:**

১. নিলামে প্রাপ্ত অর্থ The Customs Act, 1969 এর Section-201 এর বিধান অনুসরণে বন্টিত হবে

২. পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ হিসেবে কন্টেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্যের ক্ষেত্রে নিলামে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ২০% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডাকমূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা যাবে।

৩. কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে নিলামকারীকে কমিশন প্রদান করতে হবে। তবে কোন কারণে নিলাম বাতিল করা হলে নিলামকারীকে কোন প্রকার চার্জ প্রদান করা যাবে না।

(xvi) নিলাম কার্যক্রম বিঘ্নিত করার শাস্তিঃ
কোন নিলামক্রেতা বা কোন ব্যক্তি নিলাম কার্যক্রমে কোন প্রকার বাধা প্রদান করলে বা নিলামে অংশগ্রহণকারী অন্য কোন নিলামক্রেতাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করলে এবং তা প্রমাণিত হলে উক্ত নিলামক্রেতা বা ব্যক্তিকে কালো তালিকাভুক্ত করে কাস্টমসের সকল নিলামে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হবে। এছাড়াও কাস্টমস আইনের আওতায় অন্যান্য আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিকট সোপর্দ করতে হবে। এছাড়াও নিলাম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে নিলামকারীর কোন গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা যাবে।

(খ) নিলাম ব্যতীত অন্য উপায়ে নিষ্পত্তিঃ

(i) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সূতী/সিনথেটিক/সিল্ক/কৃত্রিম আঁশের শাড়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডারে জমা দিতে হবে।

(ii) আখলাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ টিসিবির নিকট নির্ধারিত দাম ও পদ্ধতিতে বিক্রি করতে হবে।

(iii) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সুতার রিজার্ভ মূল্যসহ তালিকা তাঁত বোর্ডকে সরবরাহ করতে হবে। তাঁত বোর্ড উক্ত সূতা বোর্ডের নিবন্ধিত আগ্রহী প্রাথমিক তাঁতী সমিতি সমূহের মধ্যে বরাদ্দ করবে। বরাদ্দপ্রাপ্ত সমিতি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিজার্ভ মূল্যের (সংরক্ষিত মূল্য) ন্যূনপক্ষে ৬০% (শতকরা ষাট ভাগ) মূল্য প্রদানপূর্বক সুতা উত্তোলন করবে।

(iv) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু, দেশী/বিদেশী মুদ্রা যথাযথ পদ্ধতিতে অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সোনালী ব্যাংকে বা সরকারী ট্রেজারীতে এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে।

(v) আটক বাজেয়াপ্তকৃত বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত সংস্থাকে হস্তান্তর করতে হবে।

(vi)) মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং মহাপরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত কিংবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

(vii) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশী বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অথবা ডিপ্লোমেটিক বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সিগারেট দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া সম্পন্নপূর্বক টিসিবিসহ বেসরকারী রপ্তানিকারক কর্তৃক সকল আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক পুনঃরপ্তানির উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট বিক্রি করতে হবে। এক্ষেত্রে বর্ণিত পণ্য পুনঃরপ্তানি সম্পন্ন হলো কিনা তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার নিশ্চিত করবেন।

(viii) প্রত্নসম্পদ হিসেবে বিবেচিত আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যাদি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘরে হস্তান্তর করতে হবে।

(ix) অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রাধিকার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(গ) ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিঃ

(১) ধ্বংসযোগ্য পণ্যঃ নিম্নলিখিত পণ্যসমূহ ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে-

(i) মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয় মহাপরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব না হলে।

(ii) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশী সিগারেট বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বিক্রি পুনঃরপ্তানি সম্ভব না হলে।

(iii) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য নিলাম বা অন্যবিধ উপায়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে।

(২) ধ্বংস কমিটি: দফা (১) এ বর্ণিত ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো-

(১)	কাস্টম হাউস বা কমিশনারেট এর জয়েন্ট কমিশনার বা তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
(২)	একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/ কর্তৃক মনোনীত প্রথম শ্রেনীর একজন কর্মকর্তা।	সদস্য
(৩)	পুলিশ বিভাগের প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	বিজিবি/কোস্ট গার্ড এর প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৫)	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৭)	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির একজন কর্মকর্তা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(৮)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা	
(৯)	এসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি কমিশনার (নিলাম)	সদস্য সচিব

বি:দ্র: কমিটির আহবায়ক কমিশনারের অনুমোদনক্রমে পরিস্থিতির প্রয়োজনে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের (যেমন-বুয়েট, বিসিএসআইআর সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ ইত্যাদি) যথোপযুক্ত প্রতিনিধিকে কমিটিতে কো অপ্ট করতে পারবেন।

(৩) ধ্বংস পদ্ধতি: সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের নিলাম শাখা অথবা নিলাম কমিটি কর্তৃক ধ্বংসযোগ্য মালামালের একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। তালিকায় পণ্যের বিবরণ, পরিমান, ব্র্যান্ড, মডেল, আর্ট নম্বর, পার্ট নম্বর, তৈরীসন, তৈরীদেশ, মূল্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি তথ্যাদি থাকতে হবে। তালিকা প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ তালিকার প্রতিটি পাতায় নামীয় সিলসহ স্বাক্ষর করবেন। এভাবে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের তালিকাটি সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত হতে হবে। অত:পর ধ্বংস কমিটির আহ্বায়ক ধ্বংসযোগ্য পণ্য ধ্বংসের জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করে নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পূর্বে ধ্বংস কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন। নির্ধারিত সময়ে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রচলিত আইন/বিধি ও ধ্বংস পদ্ধতি অনুসরণে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসকালে কমিটির কোন সদস্য উপস্থিত থাকতে না পারলে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে ধ্বংস কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। পণ্য ধ্বংসের পর পণ্যের তালিকাটি ধ্বংস কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

(৪) কেমিক্যাল, ঔষধ, মেয়াদোত্তীর্ণ কসমেটিক্স ইত্যাদি জাতীয় ইনসিনারেটরে ধ্বংসযোগ্য পণ্যের ধ্বংস কার্যক্রম ঢাকার কোন একটি কমিশনারেটরের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করার বিধান স্থায়ী আদেশে অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে।

৮। এই আদেশ মোতাবেক নিয়মিত নিলাম (প্রতি মাসে অন্ততঃ ২ টি) ও ধ্বংস কার্যক্রম (প্রতি ৬ মাসে অন্ততঃ ১ টি) পরিচালনা করে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রতি মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিলাম শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

৯। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান)
সদস্য
কাস্টমস নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

স্থায়ী আদেশ নং-০৪/২০১৯/কাস্টমস/১২ (২২)

তারিখ:১০/০১/২০১৯খ্রি:

বিতরণ:

(১) সদস্য (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(২) প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
(৩) কমিশনার/মহাপরিচালক (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ।
(৪) মহাপরিচালক, গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৫) সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে আলোচ্য স্থায়ী আদেশটি NBR ও কাস্টমস ওসেবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
(৬) প্রথম সচিব/দ্বিতীয় সচিব (সকল), কাস্টমস ও ভ্যাট অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
(৭) উপ-পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেঁজগাও, ঢাকা (তাঁকে বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)

১০.০১.১৯

(মোঃ রিয়াদুল ইসলাম)
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস আধুনিকায়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা)